بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুমআ

# আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

৬ মার্চ ২০২০ তারিখের খুতবার সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত

**তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

গত খুতবায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর স্মৃতিচারণ হয়েছিল, যার কিছু অংশ বাকি রয়ে যায়, যা আজ আমি বর্ণনা করব। হযরত মুসআব বিন উমায়ের সম্পর্কে, অর্থাৎ তাকে যে মদিনায় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হজ্জের মৌসুম চলে আসে। আরবের চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় হজ্জের জন্য সমবেত হতে আরম্ভ করে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ অভ্যাস অনুযায়ী যেখানেই কিতপয় ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখতেন, কাছে গিয়ে তাদেরকে তৌহীদের বাণী শোনানো আরম্ভ করতেন এবং ঐশী রাজত্বের সুসংবাদ প্রদান করতেন, অন্যায় ও পাপাচার এবং নৈরাজ্য ও দুষ্কৃতি পরিহার করার উপদেশ দিতেন। এমতাবস্থায় তিনি (সাঃ) মিনা উপত্যকায় ঘুরছিলেন, এমন সময় মদিনার অধিবাসী ছয়-সাত ব্যক্তির উপর তাঁর (সাঃ)এর দৃষ্টি পড়ে। তিনি (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন? তারা উত্তরে বলে, খাযরাজ গোত্রের সাথে। তিনি (সাঃ) বলেন, সেই গোত্র যারা ইহুদীদের মিত্র? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি (সাঃ) বলেন, আপনারা কি কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবেন? তারা যেহেতু তাঁর (সাঃ) কথা পূর্বেই শুনেছিল, আর তাদের হৃদয়ে তাঁর (সাঃ) দাবির বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, তাই তারা তাঁর কথায় সম্মত হয় এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে আরম্ভ করে। তিনি (সাঃ) তাদেরকে বলেন, ঐশী রাজত্ব সন্নিকটবর্তী। এখন মূর্তি বা প্রতিমা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তৌহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পুণ্য এবং তাকওয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। মদিনার লোকেরা এই মহান নিয়ামতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কি? তারা তাঁর (সাঃ) কথা শুনে প্রভাবিত হয় এবং বলে, আপনার শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করছি। বাকি রইল এই কথা যে, মদিনাবাসী ইসলামকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা? এর জন্য আমরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিজ জাতির সাথে কথা বলব এবং পরবর্তী বছর আমাদের জাতির সিদ্ধান্ত আপনাকে অবহিত করব। অতএব তারা ফিরে যায় এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর (সাঃ) শিক্ষার উল্লেখ করতে আরম্ভ করে। ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের কল্যাণে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শুনতো। ইহুদিরা যখন নিজেদের বিপদ এবং কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করত, তখন শেষে এটিও বলতো যে, মূসা'র মসীল বা সদৃশ একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। তাঁর আসার সময় সন্নিকটে। তিনি আসলে আমরা পুনরায় পৃথিবীতে বিজয়ী হব। ইহুদিদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাই সেই হাজীদের কাছে মদিনাবাসীরা যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দাবির কথা শুনে তখন তাঁর (সাঃ)এর সত্যতা তাদের হৃদয়ে ঘর করে নেয়; তারা বলে, তাঁকে তো সেই নবীই মনে হচ্ছে যার সংবাদ ইহুদিরা আমাদেরকে দিত। অতএব বহু যুবক এ কথা শুনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর শিক্ষার সত্যতায় প্রভাবিত হয় আর ইহুদিদের কাছ থেকে শোনা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের ঈমান আনয়নে সহায়ক হয়। অতএব পরবর্তী বছর হজ্জের সময় পুনরায় মদিনার লোকেরা আগমন করে। এবার বারোজন ব্যক্তি মদিনা থেকে এই সংকল্প নিয়ে বের হয় যে, তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর ধর্মে প্রবেশ করবে। তাদের মাঝে দশজন ছিল খাযরাজ গোত্রের আর দুইজন অওস গোত্রের। তারা মিনা'য় তাঁর (সাঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর (সাঃ)এর হাতে এই কথার অঙ্গীকার করে যে, তারা খোদা ব্যতিরেকে অন্য কারো ইবাদত করবে না, চুরি করবে না, পাপাচরিতায় লিপ্ত হবে না, নিজেদের কন্যাসন্তানদের হত্যা করবে না, পরস্পরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না আর খোদার নবীর অন্যান্য পুণ্য শিক্ষায় তাঁর অবাধ্য হবে না। তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির মাঝে আরো জোরালোভাবে তবলীগ করা আরম্ভ করে। মদিনার বাড়িঘর থেকে প্রতিমাগুলে বের করে বাহিরে নিক্ষেপ করা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রতিমার সামনে যারা মাথা ঝুঁকাতো তারা এখন মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। এখন খোদা ব্যতিরেকে আর কারো সামনে মানুষের মাথা ঝুঁকার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইহুদিরা হতবাক ছিল যে, শতশত বছরের বন্ধুত্ব এবং শতশত বছরের তবলীগের মাধ্যমে যে পরিবর্তন তারা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, ইসলাম ধর্ম মাত্র কয়েক দিনেই সেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেয়। তওহীদের বাণী মদিনাবাসীদের হৃদয়ে ঘর করে নিচ্ছিল। একের পর এক মানুষ আসতো আর মুসলমানদের বলতো, আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দাও। কিন্তু মদিনার নওমুসলিমরা নিজেরাও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না আর শত-শত বরং হাজার-হাজার মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলার মতো জনবলও তাদের কাছে ছিল না। তাই তারা মক্কায় এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে এবং মুবাল্লিগ পাঠানোর আবেদন করে। তখন মহানবী (সাঃ) মুসআব নামের একজন সাহাবীকে, যিনি ইথিওপিয়ার

হিজরত থেকে ফিরে এসেছিলেন, মদিনায় ইসলামের তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। মুসআব (রাঃ) মক্কার বাহিরে প্রথম ইসলামী মুবাল্লিগ ছিলেন।

হিজরতের নির্দেশ পাবার পর তিনি (সাঃ) নিজেও সেখানে চলে যান। মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সাঃ) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) এবং হযরত আবু আইঊব আনসারী (রাঃ)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে মুহাজিরদের মূল পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)'র কাছে ছিল যা মহানবী (সাঃ) তাকে দিয়েছিলেন।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সম্মুখে লড়ছিলেন আর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তাকে শহীদ করেছিল। ইতিহাসে লেখা আছে যে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়ের পতাকার সুরক্ষার দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রাঃ) পতাকা বহন করছিলেন, এমতাবস্থায় অশ্বারোহী ইবনে ক্বামেয়াহ্ আক্রমণ হানে আর হযরত মুসআব (রাঃ) যে হাতে পতাকা বহন করছিলেন সে বাহু অর্থাৎ ডান বাহুতে তরবারির আঘাত করে তা কেটে ফেলে। তখন হযরত মুসআব (রাঃ) তখন এই আয়াত পড়েন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

এবং পতাকা বাম হাতে তুলে নেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তখন বাম হাতের ওপর আঘাত করে তা-ও কেটে ফেলে। তখন তিনি উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বক্ষে আঁকড়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামেয়াহ্ তৃতীয়বার বর্শার আক্রমণ হানে আর (তা) হযরত মুসআব (রাঃ)'র বক্ষে বিদ্ধ করে, বর্শা ভেঙে যায় (এবং) হযরত মুসআব (রাঃ) পড়ে যান। পতাকা যদিও অন্য একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ সামনে এগিয়ে এসে হাতে তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু হযরত মুসআব (রাঃ)এর শারীরিক গঠন যেহেতু অনেকটা মহানবী (সাঃ)এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে ক্বামেয়াহ্ ভাবলো যে, সে মুহাম্মদ (সাঃ)কে হত্যা করেছে। অথবা এটিও হতে পারে যে, শুধুমাত্র দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সে এ কথা ছড়িয়েছে। যাহোক, হযরত মুসআব (রাঃ) শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করেছি। এ সংবাদ শুনে মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্যমটুকুও হারিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের বাহিনী পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের হতোদ্যম হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু যাহোক, পরবর্তীতে তারা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হযরত মুসআব (রাঃ)'র লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তার লাশ উপুড় হয়ে পড়েছিল। মহানবী (সাঃ) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا (সূরা আহযাব ঃ ২৪)

অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও আছে, যারা আল্লাহর সাথে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিল, তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব তাদের মাঝে এমনও আছে যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা এখনও অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের কর্মপন্থায় কখনোই কোন পরিবর্তন করেনি। এরপর মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ ان رسول الله يشهد انكم الشهداء عند الله يوم القيامة অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ। এরপর তিনি (সাঃ) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তার যিয়ারত করে নাও বা তাকে দেখে নাও এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যে-ই তাকে সালাম করবে তিনি তার সালামের উত্তর দিবেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, অজ্ঞতার যুগে মক্কার যুবকদের মাঝে মুসআবকে সবচেয়ে বেশি কেতাদুরুস্ত ও অভিজাত মনে করা হতো আর তিনি খুবই আভিজাত্যের মাঝে বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) একবার তার দেহে একটি কাপড় দেখেন যাতে অনেক জোড়া-তালি লাগানো ছিল, তখন তাঁর স্মৃতিপটে হযরত মুসআবের পূর্বেকার যুগের চিত্র ভেসে উঠে, যার ফলে তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রাঃ) যখন শহীদ হন তখন তার পরনে ততটুকু কাপড়ও ছিল না যা দিয়ে তার দেহ ঢাকা সম্ভব হতো। পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। তাই মহানবী (সাঃ)এর নির্দেশে মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকার পর পা-দুটো ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্‌তা'লা সাতজন করে সম্ভ্রান্ত সাথি দান করেছেন অথবা বলেছেন, নেতা দান করেছেন, কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তখন আমরা নিবেদন করলাম, তারা কারা? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন, আমার দুই দৌহিত্র, জা'ফর ও হামযা, আবুবকর, উমর, মুসআব বিন উমায়ের, বিলাল, সালমান,

মিক্বদাদ, আবুযর, আম্মার এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ। হযরত আমের বিন রাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলতেন–আমি এমন কোন মানুষ দেখিনি যে তার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যার সাথে তার চেয়ে কম মতবিরোধ হবে।

উহুদের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদিনায় ফিরে আসলে, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন মানুষ তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রাঃ)এর শাহাদাতের সংবাদ দেয়, এতে তিনি **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন** পড়েন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। এরপর মানুষ তাকে তার মামা হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের সংবাদ দেয়, তখন তিনি **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন** পড়েন এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। পুনরায় মানুষ তাকে তার স্বামী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)এর শাহাদাত সম্পর্কে অবগত করে, তখন তিনি কেঁদে উঠেন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, স্ত্রীর হৃদয়ে তার স্বামীর এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখানে হযরত মুসআবের স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হলো; ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে। এখন আমি বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী বিস্তৃত হয়ে আছে সে বিষয়ে জামা'তের বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেমনটি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় বিভাগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, আমাদের সবার সেসব সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একেবারে প্রথমদিকে হোমিও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আমি কয়েকটি হোমিও ঔষধের কথা বলেছিলাম যেগুলো সাবধানতামূলকভাবে ব্যবহারের জন্যও এবং কিছু চিকিৎসা-স্বরূপও। সেগুলো ব্যবহার করা উচিত, এগুলো সম্ভাব্য চিকিৎসা-মাত্র। আমরা এ কথা বলতে পারিনা যে, এটি শতভাগ কার্যকর চিকিৎসাপত্র অথবা সেই ভাইরাস সম্পর্কে হোমিও চিকিৎসকরা পুরোপুরি অবগত। কিন্তু এর পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও আবশ্যক যেমন কি-না ঘোষণা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় বিষয় হলো জমায়েত এড়িয়ে চলা। মসজিদে আগমনকারীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যদি সামান্য জ্বরও থাকে, শরীরে ব্যাথা-বেদনা থাকে অথবা হাঁচি-কাশি কিংবা সর্দি থাকে তাহলে মসজিদে আসা উচিত নয়। যে কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মসজিদে আসার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ অবস্থায়ও হাঁচি দেয়ার সময় প্রত্যেকের উচিত মুখে হাত কিংবা রুমাল দেয়া, বিশেষ করে বর্তমানে (তা করা উচিত)। কতক নামাযীও অভিযোগ করে থাকে যে, কিছু কিছু লোক আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁচি দেয় অথচ তারা মুখের সামনে হাত কিংবা রুমাল কিছুই রাখে না। আবার হাঁচি এত উঁচু হয়ে থাকে যে, আমাদের গায়েও থুতুর ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। তাই সবার এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আমি যেমনটি বলেছি, বর্তমানে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডাক্তাররা বর্তমানে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছেন তা হলো, হাত এবং মুখমণ্ডল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। হাত নোংরা থাকলে মুখমণ্ডলে হাত দিবেন না। হাতে স্যানিটাইযার বা জীবাণুনাশক লোশন লাগিয়ে রাখুন কিংবা বার বার হাত ধৌত করুন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ যদি পাঁচ বেলার নামাযে অভ্যস্ত হয়, আর পাঁচ বেলা রীতিমতো ওযূ করে, নাকে পানি দেয়, যার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার হয় এবং সঠিকভাবে ওযূ করা হয় তাহলে এটি পরিচ্ছন্নতার এমন এক উন্নত মান যা স্যানিটাইযার-এর ঘাটতি পূরণ করবে। যাহোক, সঠিকভাবে যদি ওযূ করা হয় তাহলে তা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাও বটে, আর যে ব্যক্তি ওযূ করবে সে নামাযও পড়বে। ফলে এটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতারও সর্বোত্তম মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। এছাড়া বর্তমানে দোয়া করারও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। যারা মসজিদে মোজা পরে আসেন-সাধারণ সময়েও আর বিশেষতঃ শীতের সময়েও, প্রত্যেক দিনই মোজা পরিবর্তন করা এবং ধোয়া উচিত। যদি মোজা থেকে বা পা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে তাহলে পাশে দাঁড়ানো নামাযীদের জন্য এটি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, কিংবা পিছনের সারিতে যে নামাযী সিজদা করছেন তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। মহানবী (সাঃ) তো এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কোন গন্ধযুক্ত জিনিস, যেমন পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে আসবে না। বরং এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মসজিদে এলে সুগন্ধি লাগিয়ে এসো; বরং এতটা সাবধানতার শিক্ষা রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে হেঁটেও যেও না, সেখানে কেউ (দুর্গন্ধ নিয়ে) বসে থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাও একজন নামাযীর জন্য নিতান্ত আবশ্যক, এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু এর অর্থ এটিও নয় যে, এই ছুতোয় মসজিদে আসা ছেড়ে দিবেন। নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হৃদয়ের কাছ থেকে ফতোয়া নেয়া উচিত। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তাই যদি কোন অসুস্থতা থাকে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, এটি কোন্ ধরনের অসুস্থতা। তবে দু'একদিন (মসজিদ) এড়িয়ে চলাও উত্তম। তাছাড়া আজকাল এটাও বলা হচ্ছে যে, করমর্দন এড়িয়ে চলুন–এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বলা যায় না কার হাত কেমন! তাই যদিও করমর্দনের ফলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই রোগের কারণে আজকাল এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম। জগৎপূজারীরা, যারা

হৈচৈ করত যে, মুসলামনরা করমর্দন করে না, (পুরুষরা) নারীদের সাথে করমর্দন করে না, (নারীরা) পুরুষদের সাথে করমর্দন করেনা–তাদেরকে নিয়েই এখন কৌতুক তৈরি হচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ মানার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ছিল; যখন আমরা বলতাম আর খুবই ভালোবাসার সাথে বলতাম যে, আমাদের এভাবে সালাম করা নিষেধ বা পুরুষ মহিলার করমর্দন করা নিষিদ্ধ। সে সম্পর্কে তারা অনেক হৈচৈ করত। কিন্তু এখন প্রায়ই শোনা যায়, বিভিন্ন বিভাগে বা দপ্তরে এবং বিভিন্ন স্থানে এরা যারা অস্বীকার করে, অত্যন্ত রুঢ়ভাবে তা করে। আমরা তো অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে এবং নম্রতার সাথে বলতাম যে, এটি আমাদের শিক্ষা। কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে তারা এতটাই সতর্ক হয়ে গেছে যে, সেখানে চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। যাহোক এই মহামারি এদিক থেকে তাদের কিছুটা সংশোধন করেছে। আর আমি যেমনটি বলেছি, এই সংশোধন যেন তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা ভালো জানেন, এই মহামারি আর কতটা বিস্তৃত হবে এবং কোন পর্যায়ে যাবে আর আল্লাহ্‌তা'লার তকদীর কী। কিন্তু যদি এই রোগ আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে প্রকাশ পেয়ে থাকে যেমনটি এ যুগে আমরা দেখছি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের মহামারি, রোগ, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর আবির্ভাবের পর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লার তকদীরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীর এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। অপর দিকে পৃথিবীর জন্যও দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকেও হেদায়েত দিন, আল্লাহ্‌তা'লা জগদ্বাসীকে সামর্থ্য দিন যেন তারা পার্থিবতায় অতিমাত্রায় নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে এবং খোদাতা'লাকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদাকে শনাক্তকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো আকিল আহমদ বাট সাহেবের পুত্র স্নেহের তানযিল আহমদ বাট এর। সে এগারো বছরের ছোট এক বালক ছিল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তার মৃত্যু হয়েছে। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মৌলভীদের ফতোয়া, আহমদীদেরকে যেকোন অজুহাতে হত্যা করা পাকিস্তানে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। এ হত্যাকাণ্ডও এরই ফলশ্রুতিতে হয়েছে। আর এদিক থেকে আমি এই শিশুকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করি। কারণ যা-ই হোক, কিন্তু এর পেছনে আহমদীয়াতের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে সেটিও একটি কারণ। স্নেহের তানযিল আহমদ বাট ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করে। সে ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, নিয়মিত জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত। নিজ ক্লাসে মেধাবী ছাত্রদের মাঝে পরিগণিত হতো। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। স্নেহের মরহুম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার পেছনে পিতা আকিল আহমদ বাট, মা নায়েলা আকিল এবং চার ভাই-বোন রেখে গেছে অর্থাৎ দুই ভাই ও দুই বোন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন আর হত্যাকারীদের কৃতকর্মের শাস্তি দিন এবং তাঁর পিতামাতাকে ধৈর্য্য ও প্রশান্তি দান করুন। দ্বিতীয় জানাযা হলো ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেবের। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।

তৃতীয় জানাযা হলো মুহাম্মদ দীন সাহেবের পুত্র ডাক্তার হামিদ উদ্দিন সাহেবের, যিনি ১২১ জিমবে লখ্‌খুওয়াল, ফয়সালাবাদ নিবাসী ছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার বংশধরদেরও বিশ্বস্ততার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পালনের তৌফিক দান করুন।

To

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
6 March 2020

**FROM**

**AHMADIYYA MUSLIM MISSION**
**NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B**

**www.mta.tv**
**www.alislam.org**
**www.ahmadiyyabangla.org**